প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৯ ❖ ১০ - ১৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

কারিতাস রবিবার

স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই

ত্যাগ ও সেবার চর্চাতে
পথ চলতে পারি একসাথে

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

স্বর্গধামে যাত্রার সপ্তম বছর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে"

বাবা, দেখতে দেখতে ৭টি বছর হয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার শূণ্যতা কোনদিনও পূরণ হবার নয়। তোমাকে বাবা আমরা আমাদের সকল কাজে, চিন্তায় এবং ভাবনায় আজও অনুভব করছি। তোমার সাজানো বাগানের সব কিছুই আগের মতই সাজানো আছে, শুধু তুমি নেই। কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসা ও স্মৃতির পাতায় আজও বেঁচে আছো এবং সব সময়ই থাকবে।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমার শেখানো আদর্শ এবং আলোকে ধারণ করে আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উদ্‌যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমারই সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত অনিল পেট্রিক রোজারিও
জন্ম: ১১ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমার ভালোবাসার

স্ত্রী: সরলা রোজারিও
বড় ছেলে ও ছেলে বউ: প্রেমানন্দ রোজারিও ও প্রিয়াংকা গমেজ
মেঝ ছেলে ও ছেলে বউ: ডিলোন রোজারিও ও অলগা কস্তা
ছোট ছেলে ও ছেলে বউ: চিন্ময় রোজারিও ও লাক্সমি ক্রুজ
নাতি: এলড্রিচ পেট্রিক রোজারিও

বিজ্ঞ/৪৯/২০২৪

স্বর্গধামে যাত্রার দ্বিতীয় বছর

"তুমি সদা রবে হৃদয়ে মনে অন্তরে"

হে প্রভু, তোমার এ ভক্ত সেবিকাকে আজীবন তোমার নামের আরাধনা, প্রশংসা, গৌরব ও মণ্ডলীতে নিঃস্বার্থ সেবাদান এবং সহযোগিতা করার জন্য অনুক্ষণ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছ। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

তার জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাক। আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ও সমৃদ্ধ এ সেবিকাকে ঐশধামে তোমার চরণে ঠাঁই দিও।

তোমার ভালোবাসার -
স্বামী: রেমন্ড রোজারিও
সন্তানগণ: রেক্সোনা, বাপ্পি, পাপিয়া ও পল্লব
ছেলে বৌ ও জামাইগণ
নাতি ও নাতনীগণ

প্রয়াত রোজ পুতুল রোজারিও
জন্ম: ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/৫০/২০২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৯
১০ - ১৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৬ ফাল্গুন - ২ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্যাগ-সেবা চর্চাতে পথ চলতে পারি একসাথে

সব ধর্মেই যথার্থ গুরুত্ব সহকারে ত্যাগ ও সেবার কথা বলা আছে। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ত্যাগ ও সেবার প্রকাশ ঘটে থাকে বলেই জগতের অনেক দীনদুঃখী মানুষ বেঁচে থাকার জন্য রসদ পায়। মুসলমান ভাইবোনেরা রোজা রাখেন, হিন্দু ভাইবোনেরা ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে উপবাস রাখেন, বৌদ্ধ ভাইবোনেরাও একইভাবে উপবাস রাখেন এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীরাও তাদের আদর্শ যিশুকে অনুসরণ করে ও মণ্ডলীর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে স্বেচ্ছায় ৪০ দিন উপবাস করে ত্যাগের প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। উপবাসের মধ্যদিয়ে খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ খুব প্রাথমিক পর্যায়ের ত্যাগ আমাদেরকে সাহসী করে মানুষের কল্যাণে আরো বৃহৎ ত্যাগ করতে। ছোট ত্যাগ আমাদের মধ্যকার বড় ত্যাগ করার সক্ষমতা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ও নিয়ম রক্ষা করার জন্য উপবাস থাকলে তা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে ওঠে না। ত্যাগের সাথে কষ্ট ও ভালোবাসা জড়িত থাকলেই তা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে ওঠে। কৃচ্ছ্রসাধন, মিতব্যয়িতা প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ত্যাগের সঞ্চিত ফসল নিয়ে আমরা সেবার হাত প্রসারিত করতে পারি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ত্যাগ করার সক্ষমতা দিয়েছেন এবং একইসাথে দীনদুঃখী, সুবিধাবঞ্চিত ভাইবোনসহ প্রকৃতির সেবাযত্ন করার সুযোগও দিচ্ছেন। সেবা করার এ সুযোগটা গ্রহণ করে আমরা একসাথে আমাদের সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারি। আমরা আমাদের সক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকি না বলে নিজেদের ভোগ-বিলাসিতাকে নিজেদের উপর রাজত্ব করার সুযোগ দেই এবং অন্য মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্যের প্রতি উদাসীন হই। কখনো কখনো সহজ-সরল সাধারণ মানুষদেরকে বঞ্চিতও হয়তো করে যাচ্ছি। সঙ্গতকারণেই ত্যাগ ও সেবা শব্দগুলো অনেকের কাছেই তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এমনি প্রতিকূল বাস্তবতায় ত্যাগ ও সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং হলেও সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করে। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসা যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট ভালবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালোবাসা প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে পারি দীন-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে থেকে ও তাদেরকে মূল্য দিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন দয়াময় ভালোবাসার কাজ চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালোবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্যদিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে ত্যাগ- সেবার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং অনেককে এ মহান কাজে জড়িত করতে চাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় -'স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান।

গরীব-দুঃখী, উদ্বাস্তু-শরণার্থী ও সমাজের প্রান্তিকজনদের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হলেই অনেক মানুষ ত্যাগ ও সেবাতে স্বাধীন ও ইচ্ছাকৃতভাবে সাড়া দিবে। প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক উন্নতি হলেও এখনো বাংলাদেশের অনেক মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য হাহাকার করছে, বহু লোক না খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে, বহু লোক রাস্তার পাশে রাত্রি যাপন করছে, অসুস্থতায় চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে। এদের দুরাবস্থা দেখেও তাদের পাশে থাকার স্পৃহা আমাদের অনেককেই তাড়িত করে না। অসহায় এই মানুষের কথা চিন্তাতে আনা, তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব তৈরী করার এখনই সময়। কেননা দয়াশীল ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশির পাশে থাকি।

দরিদ্রদের সেবা ও ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা হলো আমাদের আমিত্ব, অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। নিজেদের আমিত্বের একটু হ্রাস টেনে অন্যকে মর্যাদা ও মূল্য দেই, কিছু সময়ের জন্য হলেও আরামী জীবন, বিলাসী খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, মন্দ চিন্তা-কথা বাদ দিতে সাহসী হই। প্রতিবেশিরা যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেও দারিদ্র জয় করতে পারছে না তাদের পাশে দাঁড়াই। †

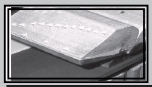

কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রান পেতে পারে। - *যোহন ৩:১৭*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

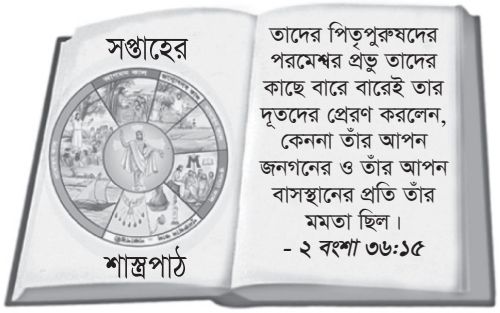

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ - ১৬, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১০ মার্চ, রবিবার
২ বংশা ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩, সাম ১৩৭: ১-৬, এফে ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১
অথবা 'ক' পূজনবর্ষ থেকে নিম্নের তপস্যাকালীন রবিবাসরীয় পাঠও নেয়া যেতে পারে:
১ সামু ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফে ৫: ৮-১৪
যোহন ৯: ১-৪১ (বা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)
কারিতাস রবিবারের দান সংগ্রহ করা হবে।

১১ মার্চ, সোমবার
ইসা ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১২, যোহন ৪: ৪৩-৫৪

১২ মার্চ, মঙ্গলবার
এজে ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪৫, ৭-৯, যোহন ৫: ১-১৬

১৩ মার্চ, বুধবার
ইসা ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০
পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০১৩)

১৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭

১৫ মার্চ, শুক্রবার
প্রজ্ঞা ২: ১, ১২-২২, সাম ৩৪: ১৬-২০, ২২, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০

১৬ মার্চ, শনিবার
যেরে ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ১-২, ৮-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৩০ ফাদার সিনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি. দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার মারী লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিতুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. এয়োসেবিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. ডিক্লেন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিকেলিনা রেজিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ২০১৩ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি পিমে (দিনাজপুর)

১৩ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়ঃ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও ডুবোয়া সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)

১৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সি**স্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট** সিএসসি
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. ডলোরেস ম্যাক্‌নামারা আরএনডিএম
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিন্স সিএসসি (ঢাকা)

১৫ মার্চ, শুক্রবার
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগরী ডেনিয়ার সিএসসি (ঢাকা)

১৬ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৮৭ সি**স্টার তেরেজা গাল্লেয়ানী** পিমে
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৫ সিস্টার বেনেদেত্তা মণ্ডল এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সিস্টার অত্তিলিয়া নাভা এসসি (খুলনা)

চতুর্থ অধ্যায়
অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

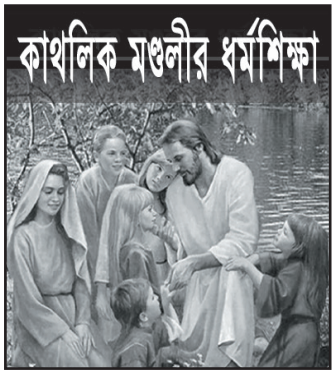

১৬৮৮: ঐশবাণী ঘোষণা: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ঐশবাণী ঘোষণা খুব সতর্ক প্রস্তুতির দাবি করে, কারণ উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেউ হয়তো কদাচিৎ উপাসনা - অনুষ্ঠানে যোগদান করে, এবং মৃত ব্যক্তির এমন বন্ধু-বান্ধবগণ উপস্থিত থাকতে পারে যারা হয়তো খ্রীষ্টান নয়। বিশেষভাবে উপদেশে "মৃত ব্যক্তির প্রতি স্তুতিবাদ করার প্রচলিত ষ্টাইল বাদ" দিতে হবে, এবং পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের আলোতে খ্রীষ্টীয় মৃত্যুর রহস্য তুলে ধরতে হবে।

১৬৮৯: খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞ: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান যখন গির্জায় সম্পন্ন হয়, খ্রীষ্টযাগ হয় তখন খ্রীষ্টীয় মৃত্যুর নিস্তার - বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দু। খ্রীষ্টযাগে মণ্ডলী, পরলোকগত ভক্তের সঙ্গে তার ফলপ্রসূ মিলন প্রকাশ করে: মৃত্যুর যজ্ঞবলি ও খ্রীষ্টের পুনরুত্থান,পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পিতার কাছে অর্পণ করে, মণ্ডলী তার ভক্ত - সন্তানের পাপসকল ও পাপের পরিণতি থেকে মুক্তি ও পরিশুদ্ধি এবং ঐশরাজ্যের ভোজে নিস্তারের পূর্ণতায় তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করে। খ্রীষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে, খ্রীষ্টের দেহগ্রহণের দ্বারা, যে-দেহের একজন জীবিত সদস্য সে, এবং তার জন্য ও তার সঙ্গে প্রার্থনার দ্বারা বিশ্বাসী ভক্তসমাজ, বিশেষভাবে মৃতভক্তের আত্মীয়- স্বজন, "খ্রীষ্টেতে যে বিশ্রাম করছে" তার সঙ্গে মিলন সংযোগে বাস করতে শিখে॥

১৬৯০: বিদায় সম্ভাষণ : খ্রীষ্টমণ্ডলীর দ্বারা বিদায় সম্ভাষণই হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে "ঈশ্বরের হাতে" সর্বশেষ সমর্পণ। "এ হল শেষ বিদায় যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানসমাজ তাদেরই একজন সদস্যকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তার দেহকে কবরে রাখার পূর্বে"। বিজান্তিন উপাসনা ঐতিহ্য এটা প্রকাশ করে মৃত ব্যক্তিকে বিদায় চুম্বন জানিয়ে:
এই শেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে "এ জীবনে থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ও আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার জন্য, উপরন্তু, মিলন ও পুনর্মিলনের জন্য আমরা গান করি। যদিও মৃত, তথাপি আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব না, কারণ আমরা সবাই একই দৌড় দৌড়াই এবং একই স্থানে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হব না, কেননা আমরা খ্রীষ্টের জন্য জীবন ধারণ করি, এবং আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত আছি, যেহেতু আমরা তারই দিকে যাচ্ছি....আমরা সবাই খ্রীষ্টেতে সম্মিলিত হব।

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণের তারিখ পরিবর্তন

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণ পালিত হবে
১৯ মার্চ, মঙ্গলবার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
নভেনার খ্রিস্টযাগ
১০ মার্চ - ১৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ভুল সংশোধনী

প্রতিবেশীর সংখ্যা - ০৮ এর ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণ সমূহ এবং প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের তারিখ সমূহে **মার্চ এর স্থলে ফেব্রুয়ারি** দেয়া হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। *সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার (খ পূজনবর্ষ)

১ম পাঠঃ ২য় বিবরণ ৩৬:১৪-১৬, ১৯-২৩

২য় পাঠঃ এফেসীয় ২:৪-১০

মঙ্গলসমাচারঃ যোহন ৩: ১৪-২১

তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারকে বলা হয় "আনন্দময় রবিবার" কারণ আজকের প্রবেশগীতিকায় বলা হয় "আনন্দ কর হে জেরুশালেম।" আমাদের সবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রায়শ্চিত্তকালের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে যখন আমরা প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করি, ধ্যান করি- তখন কেন এই আনন্দের সুর আমাদের পবিত্র উপাসনায়? আমাদের সবার জানা আছে প্রায়শ্চিত্তকাল হচ্ছে পাপের জন্য অনুতাপ বা বিলাপ করার কাল। কিন্তু তারপরও মাতা-মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করে বলে- "আনন্দ কর"। এই আনন্দ করার গভীর অন্তর্নিহিত কারণ আছে, আর তা হচ্ছে– পিতা ঈশ্বর আমাদের গভীরভাবে ভালোবাসেন, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করে দিয়েছেন (দ্র. যোহন ৩:১৬)।

আজকের প্রথম শাস্ত্রপাঠ নেওয়া হয়েছে পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থ থেকে, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে ইস্রায়েল জাতির মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার কথা। বাইবেলের এই গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, ধৈর্য ও যত্নের কথা। অন্যদিকে দেখা যায় ইস্রায়েল জাতির বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা ও অকৃতজ্ঞতা। আজকের পাঠে আমরা শুনতে পাই ইস্রায়েল জাতির অবিশ্বস্ততা ও পাপের কারণে ঈশ্বর তাদের জন্য অনেক দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ ডেকে নিয়ে আসেন। তাদের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল জেরুশালেম মহামন্দিরের ধ্বংস হওয়া এবং ব্যাবিলনে তাদের নির্বাসন। তবে তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং এটা ছিল তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও নিরাময়ের ঔষধস্বরূপ। দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থের লেখক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শত দুর্যোগ ও নির্বাসনের মধ্যেও ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির মানুষকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি তাদেরকে মন পরিবর্তনের সুযোগ দেন, নির্বাসন থেকে নিজ দেশে তাদের ফিরিয়ে আনেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর অসীম ক্ষমাশীল, তিনি ক্রোধে ধীর। পিতৃপুরুষদের পাপের কারণে তিনি আমাদের শাস্তি দেন না।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা শুনতে পাই যে, কালের পূর্ণতায় মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করার মাধ্যমে। নিকোদীমের সঙ্গে রাতের সংলাপে যিশু খুব চমৎকারভাবে এই সত্য প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর এ জগতের মানুষকে সর্বদা ভালবাসেন, তিনি তাদেরকে কখনো ভুলে যাননি। যিশু নিকোদীমকে বলেন, "পরমেশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন" *(যোহন ৩:১৬)*। আর ঈশ্বর পুত্র যিশু মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন ক্রুশের উপর তাঁর জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে- "মোশী যেমন মরুভূমিতে সেই সর্পমূর্তি উঁচুতে তুলে রেখেছিলেন, তেমনি এই মানবপুত্রকেও একদিন উঁচুতে তোলা হবেই, যাতে যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে, সে যে লাভ করে শাশত জীবন" *(যোহন ৩:১৪)*।

এফেসীয়বাসী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে পত্রে সাধু পৌল খুব সুন্দরভাবে এই সাক্ষ্যবাণী তুলে ধরেছেন যে, ঈশ্বর অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তাঁর এই অসীম ভালোবাসা ও বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে পাপী মানুষের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণের মাধ্যমে। আমরা পাপ করা সত্ত্বেও তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেননি বরং তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন। আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখি, মানুষের প্রতি যিশুর নিখাঁদ ভালোবাসার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনকালে বহুবিদ সেবাকাজের মধ্যে। যিশু যেমনি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়েছেন তেমনি সুস্থতাও দান করেছেন। শেষে মানুষের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করেছেন।

এমনিভাবে সেবা ও ত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত যিশুর মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আমাদেরকে এ তপস্যাকালে আহ্বান করে নিজ জীবনে ত্যাগ ও সেবার অনুশীলন করতে। মাতামণ্ডলী তাইতো তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারটিকে "কারিতাস রবিবার" আখ্যায়িত করে ত্যাগ ও সেবাকে প্রাত্যাহিক জীবনে চর্চা করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজকের শাস্ত্রবাণীর আলোকে আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে পিতা ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন কারণ তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের ভালবাসেন কারণ তিনি আমাদের জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাই এই তপস্যাকাল হওয়া উচিত আমাদের অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকানো এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ও দয়া আবিষ্কার করা। তপস্যাকালের আধ্যাত্মিকতায় বলিয়ান হয়ে আসুন আমরা প্রতিনিয়ত যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাই, তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পাপের জন্য অনুতাপ করি এবং মন পরিবর্তন করি। আর এভাবেই পিতা ঈশ্বরের ভালবাসায় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হই॥ ❑

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, পত্রবিতান ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন আগামী ১৪ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা।

আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে অবশ্যই SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী - ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা

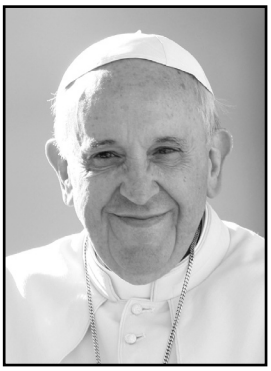

প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,

ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁর বাণী সর্বদাই মুক্তির বাণী: "আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন" *(যাত্রা ২০:২)*। এই কথাগুলি ছিল সিনাই পর্বতে মোশির নিকট প্রদত্ত দশ-আজ্ঞার প্রথম বাণী। যারা এই বাণী শুনেছে তাদের কাছে ঈশ্বর যে-মহাযাত্রার কথা বলেছেন তা তাদের কাছে পরিচিত ছিল: দাসত্বের অভিজ্ঞতার ভারবোঝা যেন এখনও তাদের ঘারে চেপে বসে আছে। মরুভূমিতে তারা মুক্তির উদ্দেশে উন্মুক্ত রাস্তা-স্বরূপ "দশটি বাণী" লাভ করেছে; ঈশ্বরের ভালবাসার শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমরা বাণীগুলোকে "আজ্ঞা" বলি। মুক্তির উদ্দেশে আহ্বান খুবই দাবিপূর্ণ। তাৎক্ষণিক ভাবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় নি। একটি যাত্রার অংশ হিসেবে সাড়াদানটি পরিপক্ক হতে হয়েছে। মরুপ্রান্তরে যাত্রারত ইস্রায়েল জাতি যেমন মিশরের দাসত্ব আঁকড়ে ধরে ছিল, অতীতকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পরমেশ্বর প্রভু এবং মোশীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল – আজও ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের জনগণ পেছনে-ছেড়ে-আসা নিপীড়নমূলক দাসত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আমরা যখন জীবনে হতাশ হয়ে পড়ি, মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরি, গন্তব্য স্থান সেই প্রতিশ্রুত দেশের সন্ধান যখন না পাই, তখন এই অবস্থা যে কতো সত্য তা আমরাও উপলব্ধি করি। তপস্যাকাল হচ্ছে ঐশ-অনুগ্রহের কাল, যে সময়ে প্রবক্তা হোসেয়ের কথা অনুসারে, মরুভূমি প্রথম ভালবাসার একটি স্থান হয়ে উঠতে পারে (দ্র: হোসেয়া ২:১৬-১৭)। *দাসত্বকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর জনগণকে গড়ে তোলেন,* মৃত্যু থেকে জীবনে নিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সক্ষম করে *তোলেন*। বরের মতো, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের কথা কানে কানে ব'লে তিনি আমাদেরকে আবারও নিজের কাছে টেনে নেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়। আমাদের তপস্যাকালের সাধনা যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তবতার প্রতি নজর দেওয়া। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বর যখন মোশীকে ডাকলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন এমন একজন হিসেবে, যিনি দেখেন এবং সর্বোপরি যিনি শ্রবণ করেন: "মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখদুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি, দেখেইছি। তাদের কর্মকর্তাদের অত্যাচারে তারা যে কেমন ক্ষোভের হাহাকার ক'রে থাকে, তাও শুনেছি আমি। হ্যাঁ, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা আমার জানাই আছে। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই-এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই-এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" *(যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)*। আজও কত নিপীড়িত ভাই-বোনের আর্তনাদ ঊর্ধ্বলোকে শোনা যায়। এসো আমরা প্রশ্ন করি: তাদের আর্তনাদ কি আমরা শুনতে পাই? সেই আর্তনাদ কি আমাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে? সেই আর্তনাদ কি আমাদের স্পর্শ করে? অনেক কিছুই পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, আদি থেকে যে-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমাদের একে-অন্যকে সংযুক্ত করে রাখে তা আমরা স্বীকার করি না।

আমরা যখন লাম্পেদুসা শহর পরিদর্শন করছিলাম, "উদাসীনতার বিশ্বায়ন"-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলাম যার গুরুত্ব আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে: "আদম তুমি কোথায়?" (আদিপুস্তক ৩:৯) এবং "তোমার ভাই কোথায়?" তপস্যাকালে আমাদের যাত্রা বাস্তবে ফলদায়ী হয়ে উঠবে যদি উপরোক্ত প্রশ্ন দুটি আবার শ্রবণ ক'রে, আমরা যদি অনুভব করি যে, আজও আমরা রাজা ফারাও-এর রাজত্বে বাস করছি। এই রাজত্ব আমাদেরকে ক্লান্ত এবং উদাসীন করে রাখছে। এমন এক উন্নয়ন মডেলের মধ্যে আছি যা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে, আমাদের ভবিষ্যত লুণ্ঠিন করছে। মাটি, বায়ু এবং জল দুষিত হচ্ছে, একই ভাবে আমাদের প্রাণও দূষিত হচ্ছে। সত্য যে দীক্ষাস্নানে আমাদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তথাপি আমাদের অন্তরে আছে দাসত্বের প্রতি অব্যক্ত আকর্ষণ। একই ধরনের অতি অভ্যস্থ নিরাপত্তার দিকে আমাদের আকর্ষণ রয়েছে, যা আমাদের মুক্তির পরিপন্থী।

যাত্রাপুস্তকের বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাটা বেশ বিস্তারিতই বলা হয়েছে: ঈশ্বর যিনি দেখছেন, তিনি সচেতন হচ্ছেন এবং তিনি মুক্তি নিয়ে আসছেন। ইস্রায়েল জাতি তা চাচ্ছে না। ফারাও রাজা তাদের স্বপ্ন প্রতিরোধ করছে ও ঊর্ধ্বলোকের নিদর্শন অবজ্ঞা করছে; রাজা এমনভাবে এই জগতকে দেখছে, যেখানে মানবমর্যাদা পদদলিত হবে, খাঁটি বন্ধন অস্বীকৃত হবে, যা কোনদিন পরিবর্তিত হবে না। রাজা সবকিছুকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে। সুতরাং প্রশ্ন করি আমরা: আমরা কি নতুন জগত দেখতে চাই? পুরোনোর সাথে আপোষ মিমাংসা ত্যাগ করতে প্রস্তুত? আমার অনেক ভ্রাতা-বিশপদের সাক্ষ্য এবং অনেক সংখ্যক ব্যক্তি যারা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে তারা আমাকে আরও নিশ্চিত করেছেন যে, আমাদেরকে "আশার অভাব"-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে কেননা "আশার অভাব" আমাদের সকল স্বপ্ন গলাটিপে মেরে ফেলছে এবং মানুষের নীরব আর্তনাদ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। এই "আশার অভাব" ইস্রায়েল জাতির দাসত্ব-কাতরতা থেকে ভিন্ন নয়, কেননা এই কাতরতা ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে অচেতন করে রেখেছে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে প্রতিহত করেছে। মানবজাতির যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, নতুবা বর্তমান অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যখন দেখি মানবজাতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং বিচার-বিধানে উন্নয়ন সকলের মানবমর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম, তখনও কেন মানবজাতি অসমতা ও সংঘর্ষের অন্ধকারে হাতরিয়ে চলছে!

আমাদেরকে নিয়ে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। এসো আমরা তপস্যাকালটিকে একটি মহান কাল হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই ঈশ্বরের কথা: "আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই

বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" (যাত্রা ২০:২)। তপস্যাকাল হচ্ছে *পরিবর্তনের সময়, মুক্তির সময়*। আমরা প্রতিবছর তপস্যাকালের প্রথম রবিবার যেমন স্মরণ করি যে, যিশু নিজে পবিত্র আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে আনীত হয়েছিলেন মুক্তির উদ্দেশে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন ধরে মানবদেহধারী যিশু আমাদের সামনে ও আমাদের পাশে থাকবেন। ফারাও রাজার মত ঈশ্বর চান না যে, ইস্রায়েল জাতি সেই রাজার অধীনে প্রজা হয়ে থাকবে, বরং তিনি চান যেন আমরা তার পুত্র ও কন্যা হিসেবে থাকি। মরুভূমি এমনই একটি জায়গা যেখানে আমাদের স্বাধীনতা পরিপক্ক হতে পারে যাতে পূর্বের দাসত্বের দিকে ফিরে না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি। তপস্যাকালে ন্যায্যতা একটি নতুন মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এবং সেই মাপকাঠির সহায়তায় এমন-এক সমাজের দিকে চলতে পারি, যে-পথে পূর্বে হাঁটা হয় নি।

এ সবের মানে হচ্ছে সংগ্রাম করতে হবে – যা যাত্রাপুস্তক এবং মরুপর্বতে যিশুর পরীক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন" *(মার্ক ১:১১)* এবং "আমি ছাড়া তোমার যেন আর কোন দেবতা না থাকে" *(যাত্রা ২০:৩)*, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শত্রু এবং তার মিথ্যা দ্বারা প্রতিহত হল। ফারাও রাজার চাইতেও আমাদের ভয় করতে হবে সেই সমস্ত দেবতা যা আমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছি। আমাদের অন্তরে নিহিত ঐ দেবতাদের কণ্ঠস্বরই শোনা যেতে পারে। সর্ব ক্ষমতাধর হব, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, অন্যেরা আমার কর্তৃত্বের অধীন হবে – এই সব কথা যে কতো মিথ্যা দ্বারা প্ররোচিত তা প্রত্যেকে জানে না। এই সমস্ত পথে অনেকেই চলেছে। আমরা টাকা-পয়সার প্রতি, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প, কয়েকটি ধারণা ও লক্ষ্যের প্রতি, আমাদের পদ ও ঐতিহ্য প্রতি, এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে যেতে পারি। এই সবকিছু আমাদেরকে সামনের দিকে নেয়না, বরঞ্চ আমদেরকে অথর্ব করে রাখে। ফলে সাক্ষাতের পরিবর্তে নিয়ে আসে দ্বন্দ্ব। আবার নতুন মানবতাও রয়েছে, দীন ও বিনম্র জনগণ আছে যারা সেই মিথ্যার প্রলোভনে প্রলুব্ধ নয়। পক্ষান্তরে যারা দেবমূর্তি পূজা করে তারা মূর্তির মতোই হয়ে ওঠে, কথা বলতে পারে না, অন্ধ এবং চলতে অক্ষম *(দ্র: সামসঙ্গীত ১১৫:৪+)*। আত্মায় যারা দীন তারা উন্মুক্ত ও সদা-প্রস্তত: নীরব মঙ্গলবোধ তাদের নিরাময় করে এবং জগতকে পরিপুষ্ট করে।

এখনই কাজ করার সময়, এবং এই তপস্যাকালে *কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থামা), প্রার্থনায় নীরব হওয়া* যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়র মতো *আঘাতে ক্ষত ভাইবোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম। অন্যকোন দেবমূর্তি না থাকার অর্থ হচ্ছে নীরবে ঈশ্বরের সামনে এবং প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো। এই কারণেই প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়, বরং একই ক্রিয়ার উন্মুক্ততা এবং আত্ম-ত্যাগ, যার মাধ্যমে আমরা সকল দেবমূর্তিকে বিতারণ করি কেননা তা আমাদের অথর্ব করে রাখে, আসক্তিকে ত্যাগ করি যা আমাদের বন্দী করে রাখে। এই ধর্মক্রিয়াত্রয়ের সাধনা আমাদের শীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হৃদয় পুনর্জীবিত করবে। ধীরে চলো, একটু থামো! তপস্যাকাল আমাদের জীবনের ধ্যানী দিকটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে।

ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই ভাইবোন হয়ে যাই, পরস্পরের প্রয়োজনে আমরা আরও সচেতন হই, যার ফলে তারা হুমকী ও শত্রু স্বরূপ না হয়ে আমাদের যাত্রাপথে সঙ্গী ও সহযাত্রী বলে উপলব্ধি হয়। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বপ্ন, আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ – যে-দিকে আমরা যাত্রা করি আমাদের দাসত্ব ছেড়ে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে নতুন করে আবিষ্কার ও চর্চা করে যাচ্ছি, সেই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী আমাদের বলছে: তপস্যাকাল *সমবেত সিদ্ধান্তের সময়*, সে-সিদ্ধান্ত ব্যাপক এবং ক্ষুদ্র – সে যাই, হোক-না- কেন – তা যেন ধরাবাঁধা বিষয়ের বিপক্ষে হয়। এমন সিদ্ধান্ত যা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশি-সমাজের প্রাত্যহিক জীবন পরিবর্তন করবে; সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো হচ্ছে যেমন: অর্থসম্পদ আমরা কীভাবে অর্জন করি, সৃষ্টির যত্ন আমরা কীভাবে নিই, যারা সাধারণতঃ চোখে পড়েনা অথবা যাদেরকে হেয় করে দেখা হয়, তাদেরকে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি। প্রতিটি খ্রিস্টান সমাজকে আহ্বান জানাই এই কাজটি করার জন্য: সমাজের সদস্যদের এমন সুযোগ দেওয়া যাতে তাদের জীবনধারা নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারে, সমাজে তাদের উপস্থিতি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য কি অবদান রাখবে তা নিয়ে ভাবতে পারে। ধিক আমাদেরকে যদি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সেই ধরনের হয় যা দেখে যিশু বিস্মিত হয়ে যাবে। আমাদের কাছে যিশু বলেন: "তোমরা যখন উপোস কর, তখন ভণ্ডদের মতো বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যেই তো তারা মুখখানা অমন শুকনো করে রাখে" *(মথি ৬:১৬)*। পক্ষান্তরে অন্যেরা হাসিমুখ দেখুক, মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক এবং ভালোবাসা উপলব্ধি হোক যে, ভালোবাসা সবচাইতে ক্ষুদ্র ও কাছের মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে। আমাদের খ্রিস্টান সমাজের প্রত্যেকের জীবনে এই সবকিছু হতে পারে।

যতটুকু এই তপস্যাকাল পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে, ততখানি বিপর্যস্ত মানবতা সৃজনশীলতার স্ফূরণ ঘটাবে, এবং নতুন আশার আলো দেখাবে। বিগত বছরে গ্রিস্মকালে, লিসবন নগরীতে, বিশ্ব-যুবাদের কাছে যে কথাটি আমি বলেছিলাম তা আবার স্মরণ করে বলতে চাই: "খোঁজ করতে থাকো, ঝুঁকি গ্রহণ করো। সাম্প্রতিক কালের এই সময়ে, আমাদের সামনে আছে অনেক ঝুঁকি; আমরা কত মানুষের বেদনার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। বাস্তবে আমরা তৃতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছি যে-যুদ্ধ খণ্ড খণ্ড আকারে ঘটে চলছে। তদ্সত্ত্বেও অতি সাহসভরে এমন একটি জগতের স্বপ্ন চোখের সামনে রাখতে পারি, যেখানে মাত্র মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, বরং প্রসব-বেদনাশ্রিত একটি জগত দেখতে পাই; ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, কিন্তু ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে জগতকে দেখতে পারি। এই ভাবে চিন্তা করার সাহস আমাদের হোক" (*বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তব্য*, আগস্ট ৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)। সেটাই হচ্ছে পরিবর্তনের সাহস যা দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষণেই জন্ম নেয়। তিনটি ঐশগুণের মধ্যে আছে বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আশা; বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছোট্ট বোন "আশা"কে হাত ধরে নিয়ে চলে, আশাকে পথ চলতে শেখায় এবং একই সময়ে আশা তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। তোমাদের তপস্যাকালীন যাত্রায় আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করি।

রোম নগরী, সাধু জন লাতেরান মহামন্দির,
ডিসেম্বর ৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ আগমনকালের প্রথম রবিবার।

পোপ ফ্রান্সিস

বাংলা অনুবাদ: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ভাই-বোনেরা,

সকলের প্রতি রইলো অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!

প্রতি বছরের ন্যায় কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানকালে পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২৪ খ্রিস্ট বর্ষের মূলবিষয় এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা-২০২৪ অভিযানের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়, পোপ মহোদয় তাঁর এ বছর উপবাসকালীন মূলসুর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন:''**ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা**। পোপ মহোদয়ের দেয়া মূলসুর, জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর এবং আমাদের দেশের বাস্তবতার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছে: **"স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই"**।

পোপ মহোদয় এ'বছর উপবাসকালীন বাণীতে বলেছেন, দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়। আমাদের তপস্যাকালের সাধনা যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তবতার প্রতি নজর দেওয়া। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বর যখন মোশীকে ডাকলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন এমন একজন হিসেবে, যিনি দেখেন এবং সর্বোপরি যিনি শ্রবণ করেন: "মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখ-দুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই-এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই-এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" (*যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮*)। আমরা যখন জীবনে হতাশ হয়ে পড়ি, মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরি, গন্তব্য স্থান সেই প্রতিশ্রুত দেশের সন্ধান যখন না পাই, তখন এ অবস্থা যে কতো সত্য তা আমরাও উপলব্ধি করি। তপস্যাকাল হচ্ছে ঐশ-অনুগ্রহের কাল, যে সময়ে প্রবক্তা হোসেয়ের কথা অনুসারে, মরুভূমি প্রথম ভালোবাসার একটি স্থান হয়ে উঠতে পারে (*দ্র: হোসেয়া ২:১৬-১৭*)। *দাসত্বকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর জনগণকে গড়ে তুলেন,* মৃত্যু থেকে জীবনে নিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সক্ষম করে তুলেন।

তপস্যাকালীন সময়ে দাসত্ব থেকে জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: আমাদের চলার পথে এবং দৈনন্দিন জীবনে মহান সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বরের ইচ্ছা কী আমরা যেন তা সব সময় অনুধাবন করতে পারি। উপবাস শুধু খাদ্যাহার থেকে বঞ্চিত থাকা নয়, আরও অনেক কিছু থেকে আমরা উপবাস করতে পারি, যেমন: হিংসা থেকে বিরত থেকে, ভোগবিলাসীতা ত্যাগ করে, অতিরিক্ত পোষাক-আশাক কম ক্রয় করে, অপচয় রোধ করে, ইত্যাদি। পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে নতুন করে আবিষ্কার ও চর্চা করে যাচ্ছি, সেই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী আমাদের বলছে: তপস্যাকাল *সমবেত সিদ্ধান্তের সময়,* সে-সিদ্ধান্ত ব্যাপক এবং ক্ষুদ্র – সে যাই- হোক-না- কেন – তা যেন ধরাবাধা বিষয়ের বিপক্ষে হয়। এমন সিদ্ধান্ত যা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশি-সমাজের প্রাত্যহিক জীবন পরিবর্তন করবে; সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো হচ্ছে যেমন: অর্থসম্পদ আমরা কীভাবে অর্জন করি, সৃষ্টির যত্ন আমরা কীভাবে নিই, যারা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না অথবা যাদেরকে হেয় করে দেখা হয়, তাদেরকে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও আরটিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স যুগে বিশ্ব পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, জোরপূর্বক দেশ দখল, উদ্বাস্তু, মানব ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট দুর্যোগ, আগ্রাসন, জাতিগত দাঙ্গা, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, বেপরোয়া ও অমানবিক আচরণ, ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন, নৈতিকস্খলন ও পাষণ্ডতায় মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই পোপ মহোদয়ের প্রায়শ্চিত্তকালীন মূলসুর খুবই সময়পোযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস বলেন, তপস্যাকালে *কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থামা), প্রার্থনায় নীরব হওয়া* যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়র মতো *আঘাতে* ক্ষত *ভাই-বোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম। তিনি আমাদের মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান, মন-মানসিকতার পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানান, যেন ভোগে নয় ত্যাগেই আনন্দ এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি এবং অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। প্রায়শ্চিত্তকাল হল আত্মশুদ্ধি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরীক্ষার, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভে দয়া ও সেবা কাজের যাত্রার সময়।

উপবাসকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আমাদের জীবনের ধ্যানী দিকটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে। প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়, তাই আসুন আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে যাই এবং দয়ার কাজ অনুশীলন করি। আমরা যেন সকলে মিলে মিশে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা করতে পারি। তাই কারিতাসের কর্মীসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই - আমরা যেন সকলেই স্রষ্টার দিকে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসায় যাত্রা করতে পারি, আমাদের পৃথিবীকে ও মানুষকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসি এবং সকলে মিলে স্রষ্টার প্রত্যাশিত একটি সুন্দর আগামী গড়তে পারি।

বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী
বিশপ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ এবং
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালকের বাণী

তপস্যাকাল আত্মশুদ্ধির একটি মহান কাল। এ সময় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় স্রষ্টার কথা: "আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" *(যাত্রা ২০:২)*। তপস্যাকাল হচ্ছে *পরিবর্তনের সময়, মুক্তির সময়*। তপস্যাকালে ন্যায্যতা একটি নতুন মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এবং সেই মাপকাঠির সহায়তায় আমরা একটি সুন্দর ও স্রষ্টার প্রত্যাশিত সমাজের দিকে চলতে পারি, যা পূর্বে আমরা করতে পারিনি। প্রত্যেক ধর্মের মূল শিক্ষা হলো: একে অপরকে বা প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, দয়া, দান ও সেবা করা। ''আমার তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছ তা আমার জন্যই করেছে'' *(মথি ২৫:৪০)*। স্রষ্টার প্রত্যাশা আমরা তার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে যেন পরস্পর ভেদাভেদ না করে এক সাথে মিলেমিশে সুন্দর পৃথিবী গড়ি এবং স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চলি এবং তার দিকে সকলকে নিয়ে যাত্রা করি। ভালোবাসা, দয়া ও সেবা কর্ম দিয়ে আমরা শোষণমুক্ত ও নির্যাতনমুক্ত সমাজ গঠন করতে পারি। কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৪ খ্রিস্ট বর্ষের মূলসুর, **"স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই" (Response to the call of Almighty, Stand by the distressed People")**।

এই মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে মরুভূমি এমনই একটি জায়গা যেখানে আমাদের স্বাধীনতা পরিপক্ক হতে পারে যাতে পূর্বের দাসত্বের দিকে ফিরে না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি। এখনই কাজ করার সময় এবং এই তপস্যাকালে *কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থামা), প্রার্থনায় নীরব হওয়া* যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়'র মতো *আঘাতে ক্ষত ভাইবোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। স্রষ্টার প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম। মরু পথে যাত্রা হ'ল দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ইত্যাদিকে জয় করে সকলকে সাথে নিয়ে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৌহার্দপূর্ণ পৃথিবী গঠনের আহ্বান জানায়। একসাথে যাত্রা মানে ঐক্য, একতা, ভ্রাতৃপ্রেম, প্রতিযোগিতা নয়, সবাইকে সাথে নিয়ে মিলে-মিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা।

কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সর্বজনীন ভালোবাসা, দয়া ও সেবার কাজ । মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ভালোবাসা, দান, দয়া ও সেবা কর্মের মানদণ্ডে। প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসা,তাদের দয়া ও সেবা করা সব ধর্মের বিধান। আমরা নিঃস্বার্থ সেবা কর্ম দিয়ে স্বর্গরাজ্যের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে পারি। তাই আসুন আমরা ভালোবাসা, দয়া ও সেবার মনোভাব নিয়ে একত্রে যাত্রা করি, দুঃখীদের দুঃখ মোচনে ভূমিকা রাখি।

বাংলাদেশ সারা বিশ্বে আজ উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রশংসিত। এ উন্নয়নে সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তবে জনগণই এ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ দেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য মনোবলই অগ্রগতির ফল। কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো প্রধান খাতগুলোতে ধারাবাহিক উন্নতির কারণে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে গতি এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক ২০২২ খ্রিস্টাব্দের (প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে) অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৪১% তরুণ নিষ্ক্রিয়। এর অর্থ হলো তারা পড়াশোনায় নেই, কর্মসংস্থানে নেই, এমনকি কোন কাজের প্রশিক্ষণও নিচ্ছেন না। এর মধ্যে মেয়ে ৬১.৭১% এবং ছেলে ১৮.৫৯%। এ ধরণের তরুণের সংখ্যা বাড়ছে। যা ভালো লক্ষণ নয়। এটা সামাজিক অস্থিরতা তৈরির একটি কারণ হতে পারে। বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক সব সূচক, যেখানে দারিদ্র্য বিশেষ আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪১.৫১% থেকে কমে ১৮.৭%, অতিদারিদ্র্যের হার ২৫.১% থেকে ৫.৫% নেমে এসেছে সত্যি, পক্ষান্তরে ধনী-গরিবের বৈষম্য এমন মাত্রায় বেড়ে গেছে, যা বিশ্বের প্রথম স্থান করে নিয়েছে (দৈনিক

ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪)। আমরা পরস্পরকে সহায়তা করে এবং দরিদ্রদের সেবার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করে এ বৈষম্য দূর করতে পারি।

কারিতাস বাংলাদেশ-এর পঞ্চবার্ষিক (২০১৯-২০২৪) কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান ৯৪টি (তিনটি ট্রাস্ট সহ) বিভিন্নমূখী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জীবনমূখী প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা পরবর্তী পূনর্বাসন ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতা এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে। এ সকল কাজে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ৩,২৭০.৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং কর্মসূচির অংশগ্রহকারীদের সংখ্যা ছিল ১২,৯৪,৫০৭ জন। এর মধ্য দিয়ে কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অবদান রাখছে।

কারিতাস বাংলাদেশ যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার মধ্যে "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" অন্যতম। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি হলো মানুষের সাথে ভালোবাসাময় যাত্রা। বিগত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এ অভিযান চালিয়ে এসেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা; এবং তা থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করা।

২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তহবিল সংগ্রহ করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবছর একটি শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর গ্রহণ করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণী এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে' ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে **"স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই"** বেছে নেয়া হয়েছে।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৪ সময়কালে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের *আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংকল্প করি যে,* অন্যেরা হাসিমুখ দেখুক, মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক এবং ভালোবাসা উপলব্ধি করুক, হোক যে ভালোবাসা সবচাইতে ক্ষুদ্র ও কাছের মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে। এ তপস্যাকাল পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি বিপর্যস্ত মানবতা সৃজনশীলতার স্ফূরণ ঘটাতে পারি, তবে নতুন আশার আলোর স্ফুরণ ঘটবে। আমাদের হাতে যে সম্পদ, সময় ও সুযোগ রয়েছে তা অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণে ব্যবহার করি, নিজে পরিবর্তন হই, একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ এবং সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী গড়তে সকলে মিলে মিশে সামনের দিকে যাত্রা করি এবং আরও বেশী বেশী সেবা কাজে নিজেকে সক্রিয় রাখি।

যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও
নির্বাহী পরিচালক
কারিতাস বাংলাদেশ।

ত্যাগ ও সেবা কী ও কেন

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

২৪-এর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের-মূলসুর হ'ল "স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই।" ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী,আমরা যদি মূলসুর বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তা পূর্বে সিনাই পর্বতে বা বিভিন্নভাবে তাঁর কথা সরাসরি প্রবক্তা ও নবীদের সাথে বলতেন এবং তাঁর সৃষ্ট জীবদের দুঃখ কষ্ট লাগব করতেন। কিন্তু তিনি এখন সরাসরি কথা বলেন না। তিনি আমাকে এবং আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলছেন, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তোমার হাতই আমার হাত, তোমার মুখই আমার মুখ, তোমার চোখই আমার চোখ, তোমার পা-ই আমার পা। তোমার প্রতিবেশিকে দেখ, দুঃখী মানুষের পাশে যাও, তার কথা শোন, তার পাশে থাকার জন্য আমি তোমাকে সুস্থ ও সবলতা দিয়েছি, ধন-সম্পদ দিয়েছি। দরিদ্রতম, তুচ্ছতম প্রতিবেশির সেবা যত্ন করতে সৃষ্টিকর্তা আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রতিবেশি হয়ে যদি প্রতিবেশির বিপদে, দুঃখ-কষ্টে, অভাব-অনটনে, শোক-তাপে, রোগ যন্ত্রণায় পাশে না দাঁড়াই, সহমর্মিতা প্রকাশ না করি, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেই, কোন উপকার না করি, সেবা না করি, তবে সত্যিকার প্রতিবেশি বা মানুষ হয়ে উঠতে পারি না। তাই সমাজে ভালোবাসা, দয়া ও সেবার মাধ্যমে মিলনের আবহ তৈরী করতে পারি। স্রষ্টার আহ্বান আমরা যেন একসাথে তাঁর আদেশ পালনে যাত্রা করি এবং নির্যাতনমুক্ত, দুঃখ-ক্লেশহীন পৃথিবী গঠনে এগিয়ে আসি, যার জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, ত্যাগ, দয়া ও সেবা কাজ।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশিসহ সকল গরীব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও তাঁর প্রত্যাশিত পথে চলে শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়তে পারি।

আমরা শুধুই প্রতিনিয়ত পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে-জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সহায়তা করা অতিব জরুরী। এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মূলসুরঃ "স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই" বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরন পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর **স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই- এর** আলোকে বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতি চর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে একসাথে যাত্রা মিলে মিশে থাকার জায়গাটি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে ওঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিঃসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবার তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য

অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, ভালোবাসা কথাগুলো হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনি কখনো শেষ হয় না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের

সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালোবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালোবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালোবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারা-মারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৪ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণতঃ দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালোবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালোবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'*ত্যাগ*' গ্রিক শব্দ **Austeros** থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ **Austere** এবং ল্যাটিন শব্দ **Austerus**। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" (*সুরা আল বাকারা, আয়াত* – ১৬৭)।

ত্যাগের ক্ষেত্র

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা, তাঁকে নিজের মধ্যে

উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান

করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

উপবাস

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন - মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালোবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী

প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। **ত্যাগ ও সেবা-২৪ অভিযানের** মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, **"স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই"**।

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-২,১০০ কপি, পোস্টার-৪,০০০ কপি, লিফলেট-৪২,০০০ কপি, খাম-১,৩১,০০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৩,৩০০ কপি, উপদেশ সহায়িকা (Homily)-৮০০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-৮২০ কপি, স্টিকার-৪,৫০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-১,১৫০ কপি, দান বাক্স ৫৩০টিসহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা

অভিযান তহবিলে সর্বমোট **৬৪,৪৮,৯৪০ টাকা** সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয়।

২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান

করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জন্য মূলসুর ছিল **(একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি) "Walking Together to Build Communion"**. মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (পরবর্তীতে বৃদ্ধি করে জুন পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৩- এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জন্য **নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:**

বিনিময়	-	২,৪০০ কপি
লিফলেট	-	৫৪,০০০ কপি
পোস্টার	-	৪,২০০ কপি
খাম	-	১,২৯,০০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	-	৪,০০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	-	৯০০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	-	১,০০০ কপি
স্টিকার	-	৫,৫০০ কপি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	-	১,২৫০ কপি
দান বাক্স	-	৫৫০ টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে।

খ) তহবিল সংগ্রহ

বিগত ত্যাগ ও সেবা- ২৩ অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ৬৪,৪৮,৯৪০ (চৌষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাথে যাত্রা, প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হয়ে দুঃখী, নির্যাতনমুক্ত একটি সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সকল মানুষকে তিনি আহ্বান করেন যেন আমরা এক সঙ্গে চলি ও গভীর ভালোবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ এ অভিযানে ভূমিকা রাখবে। তাই পোপ মহোদয় বলেন, ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই ভাই-বোন হয়ে যাই, পরস্পরের প্রয়োজনে আমরা আরও সচেতন হই, যার ফলে তারা হুমকী ও শত্রু স্বরূপ না হয়ে, আমাদের যাত্রাপথে সঙ্গী ও সহযাত্রী বলে উপলব্ধি হয়। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বপ্ন, আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ – যেদিকে আমরা যাত্রা করি আমাদের দাসত্ব ছেড়ে॥

“ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা” এর উপর আধ্যাত্মিক অনুধ্যান

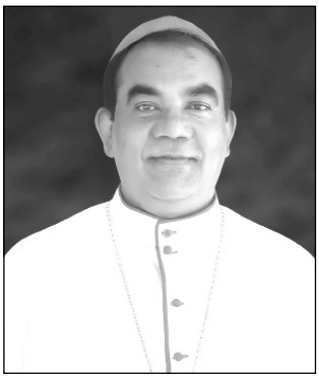

বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী “ঐশ-পরিচালনা:মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা” এর উপর ক্ষুদ্র পরিসরে একটু আধ্যাত্মিক অনুধ্যান তুলে ধরতে চাই। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে ঈশ্বরের যাত্রাকে মুক্তির একটি ইতিহাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। মানব জীবন-ইতিহাসের যাত্রার একটি ক্রম ধারা বিদ্যমান। এই যাত্রায় রয়েছে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায়, যেমন: (১) যাত্রার উৎস, (২) উৎস থেকে বিচ্যুত অবস্থা, (৩) বিচ্যুতি থেকে উত্তরণের পথ, (৪) যাত্রা পথের পাথেয়, এবং (৫) সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। আত্ম পরীক্ষা বা আত্মমূল্যায়নের জন্য প্রত্যেকটি ধাপ বা পর্যায়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যাত্রার উৎস: ঈশ্বরই হলেন উৎস। তিনিই স্রষ্টা যিনি অগাধ প্রেমে সৃষ্টি করেন, বিভিন্ন ঘটনা ও প্রতীক চিহ্নের মধ্যদিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, সুনিপুন যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, দরদী হৃদয়ে মানুষের আর্তনাদ শ্রবণ করেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কষ্টক্লিষ্ট মানুষের অবস্থা অবলোকন করেন, হৃদয়ে অপরিসীম অনুকম্পা ও সহানুভূতি নিয়ে মানুষকে উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এগিয়ে আসেন, ক্লান্তিহীন ধৈর্য নিয়ে যাত্রা সঙ্গী হয়ে প্রতিশ্রুত দেশের দিকে পরিচালিত করেন। তিনিই প্রেমময় পিতা এবং করুণাময়ী মাতার ন্যায় আমাদের আগলে রাখেন ও নিজের কাছে টেনে নেন। এই ঈশ্বর হতেই মানব ইতিহাসের যাত্রা শুরু। সেই ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় জানতে, তাঁর মুক্তি-পরিকল্পনা অনুধাবন করতে ও সেই ঈশ্বরের সাথে পথ চলতে আমরা কতটুকু সচেতনভাবে চেষ্টা করি?

উৎস থেকে বিচ্যুত অবস্থা: ঐশসত্তা হতে যাত্রার এই শুভ সূচনা লক্ষ্যচ্যুত হয় মানব সত্ত্বার স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, আশাহীনতা ও অবাধ্যতার পাপের কারণে। এই স্খলিত ও লক্ষ্যচ্যুত অবস্থা ঈশ্বরের সাথে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করে এবং একটি অভাবনীয় ও দুর্বিসহ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। শয়তানের প্ররোচনা জগতের ধারায় গা ভাসাতে, অন্যায়-অন্যায্যতা, অবিশ্বাস, অধর্মও অন্ধকারের দাসত্ব মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করে। অনেকেই শয়তানের সেই প্ররোচনায়, প্রলোভনে পতিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই দাসত্বে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং বারে বারে এই দাসত্বেই ফিরে যেতে চায়। আমার/আমাদের জীবনেও কি কোন দাসত্বের অবস্থা আছে? যদি থাকে তাহলে সেগুলো খুঁজে বের করা ও সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি/আমরা কি করতে পারি? আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কাউকে কি কোন দাসত্বে আবদ্ধ দেখতে পাই? তাদেরকে দাসত্বমুক্ত করার জন্য আমরা কি কি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে পারি?

বিচ্যুতি থেকে উত্তরণের পথ: ঈশ্বর তো আমাদেরকে স্বাধীন মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পতন, দাসত্ব, ধ্বংস, বিচ্যুতি-বিনাশ ঈশ্বরের কাম্য নয়। তাই তো সর্বদাই তিনি মানুষের দুর্দশাময় অবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মানুষের কান্না ও আর্তনাদের প্রতি তাঁর কর্ণ উন্মুক্ত রাখেন। হৃদয়ের প্রেমে মানুষকে সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত করতে তাঁর শক্তিশালী হাত প্রসারিত করেন। মানুষের সামনে অবারিত করেন মুক্তির পথ। আর তা হলো মরুভূমির পথ যা নিয়ে যায় একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। মরুভূমি-পথে একদিকে যেমন রয়েছে নির্জনতা, নিসঙ্গতা, শুষ্কতা, পরীক্ষা-প্রলোভন এবং হিংস্র পশুর আক্রমণের শঙ্কা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে আত্মোপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ; ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইস্রায়েল জাতির মানুষ এই পথ দিয়ে গিয়েছে। আশাহীন মানুষের মতই অনেকবার তারা মরু-পথের নেতিবাচক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরাতন দাসত্বকেই শ্রেয় মনে করেছে। যিশুও এই পথ অতিক্রম করেছেন। তিনি কিন্তু মরুপথের ইতিবাচক প্রভাব দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে সমস্ত পরীক্ষা-প্রলোভন ও প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন। তেমনিভাবে আমাদের সবাইকেই এই মরুপথ দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। তাই আমাদের সামনে রাখা ইস্রায়েল জাতির মানুষ ও যিশুর মধ্যে কার আদর্শ আমরা অনুসরণ করবো: আমরা কি সামনে এগিয়ে যাব নাকি পিছনে ফিরে যাব সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে। ঐশ-অনুগ্রহে পূর্ণ উপবাসকাল হলো মরু-পথের বাস্তবতা নিয়ে ধ্যান করার, আত্মোপলব্ধি করার ও দৃঢ়তা নিয়ে বিজয়ীর বেশে মুক্তির লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাবার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার সময়। আমরা কি আমাদের জীবনের মরু-পথের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন?

যাত্রা পথের পাথেয়: ঈশ্বর যখন আমাদেরকে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রার পথ দেখান তখন তিনি নিজেই সেই পথে আমাদের যাত্রা সঙ্গী হন এবং আমাদেরকে দেন যাত্রাপথের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়। আমাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি এবং আমাদের সুন্দর, পবিত্র, আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধে জীবন যাপনের জন্য তাঁর দিকনির্দেশনা, আজ্ঞা ও বিধি-বিধানই হল সেই পাথেয়। জীবন মরুপথে আমরা একা নই। ঈশ্বর নিজেই আমাদের সঙ্গে যাত্রা করছেন। তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন? ঈশ্বর পবিত্র। সেই পবিত্র ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে আমরা কতটুকু পবিত্র জীবন যাপন করি? ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অতি উত্তম মাধ্যম হল সংলাপ। এই সংলাপ হলো প্রার্থনা ও ঐশবাণী শ্রবণ। বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা নিয়ে হৃদয়-মন-আত্মা ও দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে তুলে ধরাই তো প্রার্থনা। অন্যদিকে বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যান করাই তো ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা। উপবাসকালের আহ্বান এই মরুপথের যাত্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সংলাপে প্রবেশ করা। তাছাড়াও ঈশ্বরের

নির্দেশনা যা আমাদের নিরাপদ যাত্রার জন্য দেওয়া হয়েছে সেই আজ্ঞা ও বিধি বিধান নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চলা ও পালন করা। হৃদয়ের নীরবতায়, ধ্যানে, প্রার্থনায় কতটুকু সময় আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁর সামনে অতিবাহিত করি? ঈশ্বরের দেওয়া বিধি বিধান ও নিয়ম নীতি মেনে নিয়ে আমরা কতটুকু আত্মসংযমের পথে চলি? সর্বশ্রেষ্ঠ সেই প্রেমের বিধানের নীতিতে আমরা কি আমাদের জীবন পরিচালনা করি? প্রেমের বিধানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা কি আমাদের ভাইবোনদের প্রতি দয়া, সহানুভূতি, কোমলতা প্রকাশ করে তাদেরই নিয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছি?

সুনির্দিষ্ট গন্তব্য: মরুপথে যাত্রার একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্য রয়েছে। সেই গন্তব্য হলো প্রতিশ্রুত দেশ বা স্বর্গরাজ্য। শান্তি, ন্যায্যতা, বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের একটি রাজ্য। এখানেই রয়েছে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি বা পরিত্রাণ। রয়েছে মানুষের স্বাধীনতা। ঈশ্বর তো মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষ ঈশ্বরের সন্তানের পরিপূর্ণ সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে জীবন যাপন করবে। মানুষ তার এই আত্ম-মর্যাদা ও স্বকীয় পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবন যাপন করবে। ঈশ্বর সন্তান হিসাবে তার স্বাধীনতা প্রকাশ করবে ভালোবাসা ও সেবায়। এই গন্তব্যে পৌঁছা ও মানুষকে পৌঁছানোই এই জগতে আমাদের জীবন যাপন ও কর্ম সাধনের উদ্দেশ্য। আমরা কি আমাদের জীবন যাত্রার গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন? পরিপূর্ণ মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যেতে এবং আমাদের ভাইবোনদেরকেও সেই লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে আমরা কতটুকু নিবেদিত? আমাদের জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার স্বাধীনতা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি? এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা, ধ্যান ও আত্মমূল্যায়ন করতে তপস্যাকাল আমাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানায়।

মরুপথে মুক্তির-যাত্রায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক কারিতাস পরিবার: ইস্রায়েল জাতির মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে মরুপথ-যাত্রায় ঈশ্বর নিজেই সঙ্গী হয়েছিলেন এই কথা সত্য, তথাপি তিনি মোশীকে আহ্বান করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশের দিকে পরিচালিত করতে। তাই মোশীই হয়ে উঠেছিলেন দায়িত্ব প্রাপ্ত সেবক। নতুন ইস্রায়েল জাতির মানুষ অর্থাৎ আমাদেরকে সকল প্রকার দাসত্বমুক্ত করতে, পাপের ক্ষমা দিতে ও স্বর্গরাজ্যের দিকে পরিচালিত করতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে। দস্যুর হাতে আহত লোকটিকে সেবাযত্ন, উদ্ধার ও নিরাময় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন একজন দয়ালু সামারীয়। এইভাবে মোশী, রাজা, প্রবক্তা, যিশু ও দয়ালু সামারীয় সকলেই অন্যের মুক্তির কল্যাণের জন্য হয়ে উঠেছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক। নীরব ধ্যান-প্রার্থনা ও ঐশবাণীর প্রেরণায় তাঁরা সর্বদা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে অন্যের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সমালোচনা, অপমান, নির্যাতন-নিপীড়ন, বিরোধিতা ও সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করে তারাও মরুপথ দিয়ে যাত্রা করেছেন এবং মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালনার জন্য বিশ্বস্তভাবে নিবেদিত প্রাণ মানুষ হিসাবে কাজ করে গেছেন।

তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সময়ের দুঃখ-পিড়ীত, দরিদ্র, অসহায়, পিছিয়ে পরা, সুবিধা বঞ্চিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের তথা নির্যাতিত-ধ্বংস প্রাপ্ত সৃষ্টির তীব্র আর্তনাদ শুনতে ও তাদের সামগ্রিক ও সমন্বিত মুক্তি সাধন করতে কারিতাস পরিবারের সকলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক সেবিকা। তাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে হলে নিজেদের জীবনেও ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে হয়। তাদেরকে মরুপথ দিয়ে পরিচালিত করতে হলে নিজেদেরকেও সেই পথ অতিক্রম করতে হয়। অন্যদেরকে জীবনে মুক্তি লাভের স্বাদ দিতে গেলে নিজেদের জীবনেও প্রথমে সেই স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। অন্যদের জীবনকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে গেলে নিজের জীবনেরও পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটাতে হয়। সেই জন্য প্রয়োজন নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা, বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার মানুষ হওয়া এবং মানবিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া।

তপস্যাকাল ঐশ অনুগ্রহলাভে নিজেকে রূপান্তরের সময়। আমরা কি নিজেদের ও অন্যদের জীবন রূপান্তরের লক্ষ্যে আমাদের সেবাদায়িত্ব পালন করছি? কাউকে বাদ না দিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কি সামনের দিকে এগিয়ে চলছি? কারিতাস পরিবারের সদস্য হিসাবে আমরা কি নিরাসক্ত, মোহমুক্ত ও ত্যাগী জীবন যাপন করি? আনন্দিত ও আশায় পূর্ণ মানুষ হয়ে অমরা কি আমাদের ভাইবোনদের জীবনে পরিপূর্ণ মুক্তি ও নতুন জীবন লাভের আশা সঞ্চার করছি? মূল্যায়ন, নবায়ন, জাগরণ ও রূপান্তরের প্রেরণাই হোক কারিতাস পরিবারের সদস্য হিসাবে আমাদের জীবন যাপন ও প্রেমপূর্ণ সেবাকর্মের মূলমন্ত্র॥

তপস্যার ত্রিমোহনা

(প্রার্থনা-উপবাস-দান)

যীশু বাউল

প্রার্থনা হলো
স্রষ্টার নিবিড় ভালবাসায়
উপস্থিত হওয়া, বিশ্বাস-আশা-প্রেমে
জেগে থাকা,
প্রতিদিনের জীবন সাধনায়
স্রষ্টার ভালবাসা উপলব্ধি করা,
আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্রষ্টার মঙ্গল স্মরণে
রাখা।

উপবাস হলো
সংযত জীবন গড়ার আহবানে সাড়া
দেওয়া
আহার-বিহার, কর্ম চিন্তায় সংযত ও
সচেতন হওয়া,
আত্ম চিন্তনে নিজেকে আবিষ্কার করা
সত্যময় জীবনে ধ্যানে জীবনকে শুধু
সুন্দরের
পথে পরিচালনা করা; যীশুময় চেতনায়
সাক্ষ্য দান করা।

দান হলো
বিশ্ব সৃষ্টির সাথে একাত্ম হওয়া
দীন-দরিদ্র, অসহায়-অসচেতন মানুষের
সাথে একাত্ম হয়ে পথ চলা,
উদার মনোবৃত্তি থেকে সাহায্য-
সহযোগিতায় এগিয়ে আসা
ত্যাগ-কষ্টস্বীকার করে- অন্যের সাথে
জীবন সহভাগিতা করা।

তাই, তপস্যাকালীন আহবানে সাড়া
দিয়ে মনের পরিবর্তন করি
প্রার্থনা-উপবাস-দানের অনুশীলনে খ্রীষ্টিয়
জীবনের পূর্ণতা আনি;
খ্রীষ্ট সাক্ষ্যে আনন্দময় চেতনায় জীবন
যাপন করি।

অষ্টাহ, না কি নভেনা!

ইউজিন জাসটিন আনজুস সিএসসি

(পূর্ব প্রকাশের পর)

খ্রিস্টের মানবজন্ম-রহস্য তত্ত্ব (*Doctrine of Incarnation*) এত গভীর যে বড়দিনের এক দিনের উৎসবে তা অনুধাবন করা ও উদ্‌যাপন করা (*to celebrate*) কারও জন্য যথেষ্ট নয়। তাই খ্রিস্টের এই জন্ম-রহস্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির জন্য যেমন রয়েছে পুরো "আগমনকাল", তেমনি প্রভুর জন্মতিথির (*Nativity of the Lord*) ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর সকালের খ্রিস্টযাগ পর্যন্ত **"জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহ"** (*Octave before Christmas*) পালন করার রীতি রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারেই নির্ধারিত করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতের খ্রিস্টযাগ এবং ২৫ ডিসেম্বর ভোরের খ্রিস্টযাগ ও দিনের খ্রিস্টযাগ – প্রধান এই তিনটি উপাসনার মধ্যদিয়ে আমরা খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালন করে থাকি। কিন্তু খ্রিস্টের এই মানবজন্ম-রহস্য এত মহান, এত গভীর যে বড়দিন থেকে পরবর্তী আট দিন পর্যন্ত আমরা **"জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহ"** (*Christmas Octave*) পালন করি। শুধু এই আট দিন নয়, প্রভুর দীক্ষাস্নান পর্ব পর্যন্ত জন্মোৎসব কাল পালন করি খ্রিস্টের মানব দেহধারণ রহস্য বা *Mystery of Incarnation* ধ্যান করার জন্য।

জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহের জন্য উপাসনার গ্রন্থগুলোতে, বিশেষ করে **বাণীবিতান** ও **যজ্ঞরীতি** গ্রন্থ দুটিতে ১৭ ডিসেম্বর থেকে যে সকল পাঠ ও প্রার্থনা এবং 'ধন্যবাদিকা স্তুতি' (*Preface*) নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তার মধ্যদিয়ে কুমারী মারীয়ার গর্ভেই যে মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবে তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতি যে শিঘ্রই পূর্ণ হতে চলেছে এবং মানব জাতির "হতাশা-নিরাশা" ও "অন্ধকারে পড়ে থাকার দিন" যে এবার শেষ হতে চলেছে তা স্মরণ ও অনুধাবন করার উদ্দেশেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই অষ্টাহের খ্রিস্টযাগে ব্যবহার করার জন্য যে **ধন্যবাদিকা স্তুতি** রয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই :

"প্রবক্তা সকলে তাঁর বিষয়ে পূর্ব ঘোষণা দিলেন,
কুমারী জননী অনির্বচনীয় স্নেহে তাঁকে ধারণ করলেন,
তিনি আসন্ন জেনে যোহন উল্লসিত হলেন,
এবং তিনি এলে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন।
মহানন্দে তাঁর জন্মরহস্য-ক্ষণে উপনীত হতে
তিনি আমাদের চালিত করেন,
যেন এসে দেখতে পান,

আমরা প্রার্থনায় রয়েছি জাগ্রত, তাঁর প্রশংসা কীর্তনে উল্লসিত। [ধন্যবাদিকা স্তুতি, আগমন কাল-২]

একই ভাবে এই অষ্টাহের প্রতিদিনের বাণী পাঠেও আমরা শুনতে পাই মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের নিশ্চিত আশার কথা; যেমন প্রবক্তা মালাখির মুখ উচ্চারিত বাণীতে বলা হয়েছে :

"স্বয়ং প্রভু, যাঁকে তোমরা এখন অন্বেষণ করছ,
তিনি এসে তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই তিনি, সন্ধির মহাদূত যিনি,
যাঁর জন্যে তোমরা এত ব্যাকুল হয়ে আছ!
ওই তো তিনি আসছেন! – এ কথা বলছেন স্বয়ং ভগবান।" *[দ্র. ২৩ ডিসেম্বর, প্রথম পাঠ]*

প্রভুর জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী এই আট দিন ব্যাপী অষ্টাহে আমরা ধ্যান করি খ্রিস্টের মানবজন্ম কতনা গভীর এক রহস্য : মানুষের মুক্তির জন্যে কিনা স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করলেন, স্বর্গ ছেড়ে নেমে এলেন আমাদের মর্তধূলায়, পরিগ্রহণ করলেন মানবিক সব কিছু, কেবল পাপ ব্যতীত। মুক্তির এত বড় রহস্য সারা জীবনেও বোধ হয় আমরা পুরোপুরি অনুধাবন করে উঠতে পারবো না। তবুও উপাসনার মধ্যদিয়ে আমরা অন্তত আট দিন ব্যাপী এই অষ্টাহের মধ্যদিয়ে তা করতে চেষ্টা করি এবং নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলি জগতের মুক্তিদাতার জন্মোৎসব পালনের জন্য। অপর দিকে খ্রিস্টের মানবজন্ম রহস্য এত গভীর ও বড় বিষয়, এবং যা নিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরুর দিকে "ভ্রান্ত মতবাদী" (*heretics*)-রা যে-ঐশতাত্ত্বিক নিগূঢ়-রহস্য গ্রহণ করতে চায়নি, যে-বিশ্বাসের রহস্য প্রতিষ্ঠিত করতে বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও বিরোধ ঘটেছিল, সেই দেহধারণ রহস্য যেন যথাযথ গুরুত্বসহকারে এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই মণ্ডলী উদ্‌যাপন করে তার জন্ম বড়দিনের দিনটি থেকে পরবর্তী আট দিন পর্যন্ত জন্মোৎসব অষ্টাহ পালন করার রীতি প্রচলন করা হয়েছে। এই জন্মোৎসবের অষ্টাহের দিবসগুলোর খ্রিস্টযাগে তাই আনন্দসহকারে মহিমাস্তোত্র (*Gloria*) – "জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে জয়" গান করা হয়।

এই অষ্টাহ পালন হল ঔপাসনিক, অর্থাৎ কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা রীতি বা *Liturgical Rite* অনুসারে বিধিসম্মত বিষয়, যে জন্যে বাণীবিতান ও যজ্ঞরীতি বই দুটিতে পৃথকভাবে ১৭–২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দিষ্ট পাঠ, প্রার্থনা ও ধন্যবাদিকা স্তুতির সংকলন রয়েছে। উপাসনার এই গ্রন্থগুলোতে এবং ঔপাসনিক বর্ষপঞ্জীতে (*Ordo*) নভেনার কথা উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, কোন সাধুসাধ্বীর পর্ব পালনের প্রস্তুতি স্বরূপ নভেনার উল্লেখ নেই ঔপাসনিক গ্রন্থ বা ঔপাসনিক বর্ষপঞ্জীতে। তার মূল কারণ হল নভেনা 'লৌকিক ভক্তিমূলক' (*Popular devotional*), উপাসনাগতভাবে *Official* নয়। নভেনার গুরুত্ব আছে, তবে তা এক এক যায়গায় এক এক রকম, সবখানে একই ভাবে সকল সাধু-সাধ্বীগণের নভেনা পালন করা হয় না। কিন্তু অষ্টাহ নির্ধারিত এবং *Official*, সবার জন্য পালনীয়। বিশেষ বিশেষ মহাপর্ব এবং সাধুসাধ্বীদের পর্বের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে "সান্ধ্য খ্রিস্টযাগ" বা *Vigil* পালনের নির্দেশনা রয়েছে, যেমন – ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতের *Christmas Vigil* এবং পুণ্য শনিবার মধ্যরাতের *Easter Vigil* ও অন্যান্য মহাপর্ব ও পর্বের পূর্ব-সন্ধ্যার *Vigil Mass* গুলো।

নভেনা লৌকিক, ভক্তিমূলক এবং প্রধানত স্থানীয়। তথাপি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে "বহন যোগ্য" (*Devotions are portable*)। উদাহরণ স্বরূপ পাদুয়ার সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি শুধু পাদুয়াতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সারা পৃথিবীতেই তা ছড়িয়ে পড়েছে। অপর দিকে 'গোয়াদালুপের মারীয়া' (*Our Lady of Guadalupe*)-এর ভক্তি দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হল এই যে, বড়দিনের নভেনা পালন করার প্রচলনটি একদিকে যেমন ঔপাসনিক নয়, তেমনি এটি সর্বত্র প্রচলিতও নয়; বরং স্থানীয়। এই প্রচলনটি প্রধানত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় এবং ইউরোপীয় মিশনারীদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ইতালীয় যাজক চার্লস ভাচেত্তা, সি.এম. ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে এরূপ নভেনার প্রচলন করেন যা কিছুটা প্রাহরিক প্রার্থনার মতোই। পুরাতন নিয়মে খ্রিস্টের আগমনের প্রতিশ্রুতি বিষয়ক পাঠ, সামসঙ্গীত, ধূয়ো, বন্দনা, মারীয়ার ঈশ্বর প্রশস্তি – ইত্যাদি সহযোগে এই নভেনা প্রার্থনা করা হয়। অপর দিকে, প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়-এর নামে বড়দিনের এক বিশেষ নভেনা প্রার্থনার প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি আবার নয় (৯) দিন ব্যাপী না, সাধু আন্দ্রিয়-এর পর্ব পালিত হয় ৩০ নভেম্বর এবং ঐদিন থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ আগমন কালের শুরু থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই প্রার্থনার অপর বৈশিষ্ট্য হল, এতে একটি ছোট প্রার্থনা রয়েছে যা প্রতিদিন পনের বার আবৃত্তি করতে হয়। সাধু আন্দ্রিয়-এর নাম অনুসারে এই নভেনার প্রচলনের কারণ হল তিনি প্রেরিতদূত পিতরকে যিশুর কাছে নিয়ে এসছিলেন। আবার স্পেনীয় ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে ফিলিপাইনে *Missa de Gallo* অর্থাৎ প্রত্যুষে 'মোরগ ডাকার সময়ে' বিশেষ খ্রিস্টযাগ (*Dawn Mass*-ও বলা হয়) উৎসর্গ করার প্রচলন রয়েছে এবং এর প্রতি ফিলিপিনো কাথলিকদের আগ্রহ এত বেশি যে, বলা হয়ে থাকে তারা সারা বছর খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ না করলেও এই সময়ে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেনই। (চলবে)

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত “জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর” ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সেমিনারী ঘিরে ভবিষ্যতের জন্য কয়েকটি চিন্তা, মতামত, প্রস্তাব- যেহেতু পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বাংলাদেশ মণ্ডলীর উচ্চতম এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেহেতু মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ঐশতত্ত্ব, দর্শন, বাইবেল, উপাসনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর করণীয় রয়েছে অনেক।

-পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে পোপমহোদয়ের প্রকাশিত পত্র/শিক্ষা বা বিশেষ লেখাগুলি নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা দরকার। সেসব অনুবাদ করা, দেশীয়ভাবে বোধগম্য ক'রে প্রস্তুত ক'রে ভক্তমানুষের মধ্যে সেসব ছড়িয়ে দেয়া, তাদের জানানো ও শিক্ষা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ এক সেবাকাজ হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে।

-সেমিনারীর অধ্যয়নের বিষয়গুলি শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সুবিবেচনার কাজ নয়। সেমিনারী ধর্মবিষয়ে বাংলায় মানসম্মত বই ও লেখা প্রকাশে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে পারে। সেমিনারীর ছাত্রদের লেখাপড়া, বাড়ীর কাজ ও গবেষণার সুন্দর ও যুগোপযোগী নির্বাচিত বিষয়গুলি সহজ বাংলায় বই আকারে বা সংকলনরূপে প্রকাশ করলে দেশের মণ্ডলীর জন্য নানা স্তরে পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করবে ও অনেক মানুষের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হবে। সেমিনারী থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি মণ্ডলীর সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার সুব্যবস্থা করা জরুরী।

-সেমিনারী থেকে বিবাহ, উপাসনা, দেশীয়করণ, উপযোগীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা, লেখালেখি ও কাজ করা হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে পরে আর বেশি দূর যাওয়া যায়নি, তাই সময় সুযোগ বুঝে এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আলোচনা, চিন্তা ও করার রয়েছে আরো অনেক।

-সেমিনারীতে ছাত্রদের বার বার হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা ও কার্যক্রম থাকা ভবিষ্যতের জন্য অনেক ফলদায়ী হতে পারে সেজন্য এখানে এসবের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

-রিজেন্সি/ ডিকন সেবাকাজের জন্য তাদের এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে দিতে হবে, পাঠাতে হবে, যেন তাদের আহ্বান সর্বদা যত্ন, রক্ষা ও গতি পায়। -সেমিনারীতে সম্পদশালী একটি পাঠাগার রয়েছে। তবে মনের ভিতর বার বার আশা জাগে খ্রিস্টান সমাজের আনাচে কানাচে যেসব লেখা, পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সকল কপি যদি এখানে সংরক্ষণ করা যেত তবে এক অসাধারণ কাজ হত দেশ ও মণ্ডলীর জন্য।

- বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী কয়েকশ' বছরের পুরাতন। এর অনেক বই ও লেখালেখি রয়েছে। সেমিনারীতে যেহেতু মূল্যবান এক পাঠাগার রয়েছে -সেখানে কি কোনভাবে একটি বিশেষ পরিকল্পনা করা যেত না বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (ব্যক্তি) খুঁজে পুরাতন বইসমূহের এক সংগ্রহশালা করতে?

-সেমিনারী থেকে স্থানকাল ভেদে মণ্ডলীর বিভিন্ন বিষয়ে যুগোপযোগী কিছু গবেষণা, লেখালেখি হলে ভাল হত। যেমন উপাসনা, সংস্কৃতি, বাইবেল, মাণ্ডলিক অভিধান, খ্রিস্টযাগের নিয়ম, বিবাহ, নৈতিকতা, পরিবার জীবন ইত্যাদি।

-সময় সুযোগ বুঝে এ সেমিনারীতে সবার জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপদেশ, আলোচনা, সেমিনার, সমাবেশ, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে মণ্ডলী নবায়ন ও দেশীয়করণ করা, মানুষকে ঐশতত্ত্বের ধারণা দেয়া সম্ভব।

- সর্বসাধারণের জন্য সেমিনারীর পূর্বেকার নানা ধরনের প্রশিক্ষণ (৩ মাসের প্রশিক্ষণ), সেমিনার যেমন ঐশতত্ত্ব, গান, উপাসনা ইত্যাদি দেশের মণ্ডলী তথা ভক্তজনগণের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। তাই সম্ভব হলে সুযোগ সুবিধা বুঝে এসব চালিয়ে নিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করা দরকার।

-ছুটির সময়ে বা বিশেষ বিশেষ দিনে সেমিনারী চত্বর, আঙ্গিনা, পাঠাগার, গির্জা প্রভৃতি আরো বেশি ব্যবহার করা যায় কিনা সেসব বিষয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা মণ্ডলীর জন্য উপকারী হতে পারে।

-আবাদযোগ্য বা সবজিচাষের জন্য জমির পরিমাণ খুব কম-তা ভালভাবে চাষ করা প্রয়োজন। সেভাবে সেমিনারীর খরচ কিছুটা কমতে পারত বা ভবিষ্যতে আয়ের একটি ভাল উৎস হতে পারবে।

-এখানে যারা পরিচালক, আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসাবে ছাত্রদের সহায়তা করতে আসেন তাদের অবশ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আগে থেকে উপযুক্ত গঠন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সব সময় নবায়িত ও যুগোপযোগী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের নানা কাজের চাপ কমানো এবং নিজেদের কর্মবলয়ে সঠিক নবায়নের সুযোগ থাকা জরুরী।

-ছাত্রদের আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত ব্যাপারে আরো বেশি সময় দিতে হবে, যত্ন করতে হবে। সেজন্য পরিচালকগণকে আরো বেশি সেখানে থাকা ও সময় দেয়া প্রয়োজন।

-তারা যেন নিজেদের পাঠ্য লেখাপড়ার পাশাপাশি দেশীয় ঋষি, কবি সাহিত্যিকদের লেখা ও ধ্যানধারণা পড়ে ও চিন্তা করে আর এভাবে পরে অন্যদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অনেক সম্পদশালী করতে পারবে।

-দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন ক'রে সেমিনারীয়ানদের যেন শুদ্ধ ও যথাযথ গান (স্বরলিপিসহ) ও বিভিন্ন বাজনা শিখানো হয়। তাহলে তারাও সেভাবে অন্যদের শিক্ষা দিতে পারবে।

-ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতা বিবেচনা ক'রে সেমিনারীয়ানদের বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি বিষয়ে চর্চা করা, অভ্যস্ত করানো, শিক্ষাদান করা (সাঁন্তাল, ওঁরাও গান, মান্দি প্রভৃতি), সুযোগ থাকলে ভবিষ্যতে কোন কোন ভাষায় মাঝে মাঝে খ্রিস্টযাগ করা, প্রার্থনা শিখা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা, গবেষণা করা প্রভৃতি। সেমিনারীয়ানদের মনে এসব বিষয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগাতে হবে, যাদের বেশি আগ্রহ, দক্ষতা আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- অধিক সংখ্যক ব্রাদার সিস্টার যেন বনানীর নিয়মিত ৬ বছরের প্রশিক্ষণ বা কমপক্ষে ২ বছরের ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ঐশতত্ত্ব, দর্শন, বাইবেল, বিশ্বাসতত্ত্ব, মণ্ডলীর আইন, উপাসনা, নীতিশাস্ত্র, মণ্ডলীর ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, প্রভৃতি জানতে, বুঝতে, সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সেমিনারীর প্রশিক্ষণ এক সুবর্ণ ও অমূল্য সুযোগ, ব্যবস্থা ও উপায়। প্রায় বিনামূল্যে বা নাম মাত্র খরচে এ কোর্সসমূহে অংশ গ্রহণ করা যায়। তাই জোরালো প্রস্তাব হত, উপযুক্ত যোগাযোগ ও আলোচনা সাপেক্ষে যেন অনেক ব্রাদার সিস্টার এমনকি সম্ভব হলে বা প্রয়োজনে কিছু উদ্যোগী ধর্মপ্রচারক, খ্রিস্টভক্তও যেন তাতে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ নিতে বা পেতে পারেন। ***(চলবে)***

আমার দুঃখিনী মা

ফাদার জর্জ কমল সিএসসি

আমার মায়ের একটি মাত্র চোখ ছিল। আমি তাকে ঘৃণা করতাম, তাকে এক ধরনের বোঝা হিসেবে মনে করতাম। পরিবারের ভরণ পোষণ করার জন্য মা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য রান্না-বান্নার কাজ করতো। একদিন সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলো। আমি খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। কিভাবে সে এটা করতে পারলো? ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে আমি তাকে অবজ্ঞা করলাম এবং দৌড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলাম। পরের দিন আমার এক সহপাঠী আমাকে বলল, "হি-হি-হি। তোমার মায়ের একটি মাত্র চোখ। তোমার মা কানা।"

আমি নিজেকে লুকাতে চেয়েছিলাম। আমি এটাও চেয়েছিলাম যে, মা যেন আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। আমি তার মুখোমুখি হয়ে বললাম, "তুমি যদি আমাকে উপহাসের পাত্র কর, ধিক্ তোমাকে, তুমি মরে যাওনা কেন? মা আমার নীরবে একদৃষ্টিতে অসহায়ের মতো শুধু তাকিয়ে ছিল। আমি কি বললাম তা এক মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করলাম না। কারণ আমি খুবই রেগে গিয়েছিলাম, মায়ের প্রতি ছিলাম উদাসীন। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে মনস্থির করেছিলাম। ভেবেছিলাম তার সাথে আমি আর কোন যোগাযোগ রাখব না। আমি কঠোর পরিশ্রম করলাম, ভালমতো পড়াশুনা করলাম এবং পরিশেষে বিদেশে পড়াশুনা করার সুযোগও পেয়ে গেলাম।

পড়াশুনা শেষ করে ভাল একটি চাকরী পেলাম। আমি বিয়ে করলাম, নিজের মতো করে একটা সুন্দর বাড়ি কিনলাম। আমার পরিবার ও ছেলেমেয়ে হল। সর্বোপরি আমি,

আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। একদিন মা আমার সাথে দেখা করতে আসলো। অনেক দিন হয়ে গেল মা আমাকে দেখেনি, এমন কি তার নাতি-নাতনীদেরও দেখেনি। একদিন মা আমার বাড়িতে আসলো, আমার ছেলে-মেয়েরা তাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। তার আসার জন্য তীব্রভাবে তাকে তিরস্কার করলাম। তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম, "তোমার এত সাহস কি করে হল যে, তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার ছেলে-মেয়েদের ভয় দেখাচ্ছে। এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও।"

এতে মা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমি খুবই দুঃখিত। মনে হয় আমি ভুল ঠিকানায় এসেছি।" এ কথা বলে মা চলে গেল।

একদিন বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনোৎসব উপলক্ষে একটি চিঠি পেলাম। তাই আমার স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বললাম যে, আমি আমার অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছি। বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনোৎসব অনুষ্ঠান শেষে আমি কৌতূহলবশতঃ মায়ের সেই জীর্ণ কুটিরে গেলাম। আমি লোকদেরকে মার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার প্রতিবেশিরা জানালো যে, তিনি মারা গেছেন। এতে মায়ের জন্য আমার চোখ দিয়ে একফোটা অশ্রুও ঝরে পড়েনি। তারা আমার হাতে মায়ের একটি চিঠি তুলে দিল। চিঠিতে দুঃখিনী মা আমাকে লিখেছিল.....

প্রিয় স্নেহের সোনামণি, আমি সর্বদাই তোমাকে হৃদয়ে অনুভব করি। আমি অতিশয় দুঃখিত যে, আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, আর তোমার সন্তানদের ভয় দেখিয়েছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো বাবা। আমার অনেক ইচ্ছে হয়েছিল, আমার আদরের নাতি-নাতনীদের একবার মাত্র দেখার। ওদের একটু আদর করার। এটা শুনে খুবই আনন্দিত হলাম যে, তুমি বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আসছো। কিন্তু আমি শয্যাশায়ী, তাই তোমাকে দেখতে যেতে পারলাম না।

আমি দুঃখিত যে, তোমাকে আমি অনেকবার বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছি। দেখ বাবাধন, তুমি যখন ছোট ছিলে এক দুর্ঘটনায় তোমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একজন মা হয়ে তোমার এই একটি চোখ নিয়ে বেড়ে ওঠা আমি সহ্য করতে পারিনি। তাই আমি আমার নিজের চোখটি তোমাকে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত যে, আমার সেই চোখ দিয়ে আমার সন্তান এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে। এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে দিতে পারে, বাবা?

আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে থাক। ভাল থাক বাবা। আমি এখন আসি, বাবা। সময় পেলে তোমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমার সমাধিতে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে এসো॥

ইতি,
তোমার স্নেহময়ী মা
- ইন্টারনেট
গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা ৫০।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

‘প্রভুর জন্য ২৪ ঘন্টা’ প্রার্থনানুষ্ঠানের সূচনা করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক ডিকাস্টারি জানায়, ১১তম ‘প্রভুর জন্য ২৪ ঘন্টা’ প্রার্থনানুষ্ঠান রোমে অবস্থিত সাধু পঞ্চম পিউসের ধর্মপল্লীতে ৮ মার্চ রোজ শুক্রবার পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সূচনা করছেন। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পোপীয় শাসনামলের শুরুতেই এই উদ্যোগটি নেন। যা তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারের সন্ধ্যায় বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে শুরু হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ‘একটি নতুন জীবনে হাঁটা’ যা রোমীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের ৬ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাটিকানের অদূরে আওরেলিয়াতে শুক্রবার বিকাল ৪:৩০ মিনিটে পোপ ফ্রান্সিস প্রার্থনানুষ্ঠান শুরু করবেন। ভক্ত জনগণ যারা পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা পেতে পারবে। পোপ মহোদয় নিজে কিছু ব্যক্তির পাপস্বীকার শ্রবণ করবেন। ইস্টারের প্রস্তুতির জন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং শনিবার সারাদিন গির্জা ও প্রার্থনাস্থানগুলো বিশেষভাবে খোলা রাখার জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনুরোধ করা হচ্ছে। যাতে করে খ্রিস্টভক্তরা পাপস্বীকার কিংবা যেকোন সময় কিছুক্ষণ আরাধনা করার সুযোগ পেতে পারে। রোমের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পুণ্যপিতা বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে এই প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক ডিকাস্টারি ইতালিসহ বিশ্বের সকল ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীকে নিজ অবস্থানে প্রার্থনা ও ক্ষমা আদান-প্রদান অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ স্থানে ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘিত হচ্ছে

জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাতে নিযুক্ত ভাটিকানের স্থায়ী প্রতিনিধি আর্চবিশপ এত্তোরে বালেসট্রেরো গত বুধবার (২৮/২) জেনেভাতে মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৫তম সভায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দদেরকে আমন্ত্রণ জানায় ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ চলমান মানবাধিকার লংঘন রোধ করতে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। মানবাধিকার লংঘনের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে বৈষম্য ও বিশ্বাসীদের নির্যাতন করার মধ্যদিয়ে। চার্চ ইন নীড থেকে তথ্য নিয়ে আর্চবিশপ এত্তোরে জানান, ধর্মীয় স্বাধীনতা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ স্থানে লংঘিত হচ্ছে; যা মোট ৪.৯ বিলিয়ন মানুষকে আলিঙ্গন করে। কঙ্গোর প্রাক্তন ন্যুনসিও দুঃখ প্রকাশ করে আরো বলেন, পশ্চিমা বিশ্বেও কোন কোন দেশে সহনশীলতা ও অন্তর্ভূক্তির আড়ালে ধর্মীয় বৈষম্য ও সেন্সরশীপ চলছে। তাই মানব মর্যাদা রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ (এআই) সকল আধুনিক প্রযুক্তি মৌলিক মানব মর্যাদাকে সম্মান করবে। মানব সক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নয় কিন্তু তার সেবা করেই এআই সফলকাম হতে পারে।

জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতৃবর্গ গাজায় ভয়াবহ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন

২৯ ফেব্রুয়ারি গাজাসিটিতে মানবিক ত্রাণ সহায়তা বিতরণের সময় অসহায় গাজাবাসীদের উপর ইসরাইলী সেনাদের আক্রমণকে আন্তর্জাতিক মহলের সাথে জেরুশালেমের প্যাট্রিয়ার্ক ও মণ্ডলীর নেতৃবর্গ ভৎর্সনা করেছেন। আল-চিফা হাসপাতালের একজন চিকিৎসক যিনি ইসরাইলি সেনাদের হামলা দেখেছিলেন তিনি সাক্ষ্য দেন, ট্রাক থেকে যখন ক্ষুধার্ত মানুষদের সাহায্য করা হচ্ছিল তখনই সেখানে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করা হয়। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সর্বশেষ মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১২ জন আর আহত হয়েছে ৭৬০ জন। ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবারের হত্যাকাণ্ডের ‘সুষ্ঠু তদন্তের’ আহ্বান জানিয়ে নেতানিয়াহ সরকারের কাছে জবাব চেয়েছেন। অন্যদিকে জেরুশালেমের প্যাট্রিয়ার্ক পিজাবেল্লাসহ মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ গাজায় এখনই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান রেখেছেন, যা খুবই দরকার। একইসাথে তারা আশা নিয়ে প্রার্থনা করছেন যাতে করে শিঘ্রই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতি হয়॥

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2023-2024/650 Date: 05th March, 2024

Re-Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 28th batch of IELTS Course. The course details are as follows:

Focus area of the course	: Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date	: 15th April, 2024 (Tentative)
Duration of the course	: 2 months
Course fee	: Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	: Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 6:00 pm - 8:00 pm
Collection of form	: Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit and Submission http://www.cccul.com/
Last day of admission	: 14th April, 2024
Admission eligibility	: Any students/youth can get admission (All Community).

- Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- The Minimum education qualification is S.S.C.
- The course is taken by highly experienced teacher.
- Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Michael John Gomes
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/৫২/২৪

সাধু পিতরের সেমিনারী মুশরইলে মাসিক নির্জন ধ্যান

লর্ড ডি রোজারিও ▯ “প্রার্থনা উপবাস ও ভিক্ষাদানের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ” এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সাধু পিতরের সেমিনারী মুশরইলে অনুষ্ঠিত হলো দুইদিন ব্যাপী মাসিক নির্জন ধ্যান। এবারের নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার অনিল মারান্ডী। মূলসুরকে কেন্দ্র করে ফাদার বলেন,” প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে কথা বলার মাধ্যম। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজন তুলে ধরি। আমরা সারা বছর অনেক কিছু গ্রহণ করি কিন্তু প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের সুযোগ হয় ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার। অধিবেশন শেষে সকলে পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে এবং খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে ফাদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে নির্জনধ্যান সমাপ্ত হয়।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন

গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মুশরইল ধর্মপল্লী ও সেমিনারিতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ ও আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার অনিল মারান্ডী। খ্রিস্টযাগে উপদেশে ফাদার বলেন “পৃথিবীতে আর কোন জাতি নেই যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু আমরা দিয়েছি। আর তাই এই ভাষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।”
খ্রিস্টযাগের পরে শহীদের স্মরণে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। ভাষা শহীদের ত্যাগস্বীকার ও সাধু পিতরের পর্ব উপলক্ষে সেমিনারীয়ানদের উদ্যোগে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয় যার মূলসুর হলো “আত্মোৎসর্গ।” পরিশেষে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার শ্যামল গমেজ সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ত্রিপুরা ভাষায় প্রথম খ্রিস্টযাগ রীতি মোড়ক উন্মোচন

ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরা ▯ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, বিকেল ৫ টায় সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল এন্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা ভাষায় খ্রিস্টযাগ রীতির পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন যা ত্রিপুরা ভাষায় **“খ্রিস্তন পুসেম রৈত”** নামে পরিচিত। পুস্তিকাটির মধ্যে দুটো অংশ রয়েছে, প্রথমটি হলো শুধু যাজকদের খ্রিস্টযাগ রীতিমালার প্রার্থনা সমূহ আর অন্যটি হলো প্রার্থনা কার্ড বা খ্রিস্টযাগের খ্রিস্টভক্তদের উত্তর। উক্ত অনুষ্ঠানে সাধুমনি ত্রিপুরা তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এরপর এই পুস্তিকাটির সম্পাদনার কাজে অনুবাদে যারা সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় সাথে ভিকার জেনারেল ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ফাদার বিনয় গমেজ সিএসসি, সিস্টার এলিজাবেথ ত্রিপুরা ও একজন খ্রিস্টভক্ত ফিতা কেটে এই বইয়ের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ঢাকাস্থ সকল ত্রিপুরা, মুরুং, খিয়াং ও চাকমাদের নিয়ে তপস্যাকালীন বিশেষ প্রার্থনা ও ধ্যান সভা

ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরাঃ গত ১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার বিকেল ২ টায় পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ত্রিপুরা সেমিনারীয়ানদের উদ্যোগের সেন্ট খ্রীষ্টিনা কাথলিক চার্চ, আসাদগেট ঢাকাস্থ সকল ত্রিপুরা, মুরুং, খিয়াং ও চাকমাদের নিয়ে তপস্যাকালীন বিশেষ প্রার্থনা ও ধ্যানসভা আয়োজন করা হয়। উক্ত ধ্যানসভার মূলসুর ছিল **“প্রায়শ্চিত্তকাল হলোঃ আত্মশুদ্ধি ও মন পরিবর্তনের আহ্বান”**। ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি, ফাদার জাঙ্কি পিমে, ফাদার হেমলেট বটলেরু সিএসসি, সিস্টার সহ মোট ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনা ও ধ্যানসভা তিনটা ভাগে বিভক্ত করা হয় ক্রুশের পথ, পাপস্বীকার ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। সকল অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও অন্যান্য খ্রিস্টভক্তগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পাপস্বীকার করেন ও ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বিকেল ৩ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি। মূলসুরের উপর ভিত্তি করে পবিত্র খ্রিস্টযাগে বাণী সহভাগিতা সময় তিনি আহ্বান জানান

সকল দুঃখ, কষ্ট ও প্রলোভনের মাঝেও গভীর ভক্তি, বিশ্বাস ও আশা নিয়ে এক মন এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করতে। খ্রিস্টযাগের পর অন্যান্য ফাদারসহ কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করেন। এরপর বিকেল ৪:৩০ মিনিটে সেমিনারীয়ান ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরা সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উক্ত প্রার্থনা ও ধ্যানসভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

নোয়াখালীতে লুর্দের রাণী মা মারীয়ার ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রোজ সোমবার নোয়াখালীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের সাথে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লুর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব তথা নোয়াখালী কাথলিক ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিন সকাল নয়টায় মিশন প্রাঙ্গণের কবরস্থানের সামনে দুই শতাধিক খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহণে লুর্দের রাণী মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ও জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে পর্বীয় উপাসনা আরম্ভ করা হয়। জপমালা প্রার্থনা শেষে খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়ার গান করতে করতে গির্জায় প্রবেশ করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার জোয়াকিম কুলু এসভিডি এবং তাকে সহযোগিতা করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার রবার্ট গোনছালবেছ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে নোয়াখালী কাথলিক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন পালকীয় পরিষদ সদস্য টেরেন্স ডায়েছ। ধর্মপল্লীর পর্ব উপলক্ষে নোয়াখালী ধর্মপল্লীর ১০ জন শিশু পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রথমবারের মতো খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের শেষে পর্বীয় উপাসনায় অংগ্রহণকারীদের মাঝে মিষ্টি ও আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

"রাব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?"
"এসো, দেখে যাও!"
(যোহন ১:৩৮-৩৯)
যিশু সংঘের পক্ষ থেকে
বিশেষ আমন্ত্রণ

প্রিয় SSC পরিক্ষার্থী ভাইয়েরা,

সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমরা যারা যিশু সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লয়োলার সাধু ইগ্নেসিয়াস ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং পোপ ফ্রান্সিস এর মত ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্য আত্মত্যাগ করতে চাও এবং আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে চাও, তোমাদের আমন্ত্রণ!

৬-১৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ
স্থানঃ সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ি, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

যোগাযোগ:
ফা: এলিয়াস সরকার, এস.জে. -০১৭৭৮২২৫৮২৮
ফা: প্রবাস রোজারিও, এস.জে.- ০১৭৩২৮৭৫৬৯০
ফা: রোহিত মৃ, এস.জে.- ০১৭৪৩১৫৫১৪২
ফা: সৃজন, এস.জে.- ০১৭৫০১২৯৯২৭
ফা: ইগ্নেসিয়াস গমেজ, এস.জে.- ০১৭১৫০৬৭০৫৭
ফা: রিপন রোজারিও, এস.জে.- ০১৭৭৮২২৫৮১৮

বিজ্ঞ/৫১/২৪

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর
সপ্তদশ মহা প্রয়াণ দিবস পালন

প্রিয় খ্রিস্টভক্তগণ

খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী ১৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে। আর্চবিশপের চিরশান্তি কামনা করে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।

এই বিশেষ দিনে অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানসূচি

বিকাল ৪:৩০ মিনিট জীবন সহভাগিতা
৪:৪৫ মিনিট প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন
৫:০০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং
কবর আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

শুভেচ্ছান্তে

পালকীয় পরিষদ, সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল এবং আর্চবিশপসহ
রমনা আর্চবিশপ ভবনের ফাদারগণ

বিজ্ঞ/৫১/২০২৪

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
- উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09
Regd. No. DA-33
❖ 10 - 16 March, 2024, ২৬ ফাল্গুন - ২ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org